দ্বিতীয় অধ্যায়

বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্প চর্চার অর্ধশতক : আত্মপরিচয়ের অন্বেষণ

বরাক উপত্যকা বর্তমানে কাছাড়, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি এই তিনটি জেলা নিয়ে গঠিত। বর্তমানে করিমগঞ্জ জেলার সাড়ে তিনটি থানা এলাকা (রাতাবাড়ি, বদরপুর, পাথারকান্দি ও করিমগঞ্জ থানার প্রায় অর্ধেক অংশ) স্বাধীনতার পূর্ববর্তী সময়ে শ্রীহট্ট জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রাচীনকালে কাছাড় ও হাইলাকান্দি জেলা কাছাড়ি রাজাদের অধীনে ছিল। ডিমাসারাও বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা করতো কাছাড়ি রাজার আমলে। বঙ্গদেশে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষারূপে ব্যবহার করার অনেক আগেই কাছাড়ি রাজারা বাংলাকে রাজসভার ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অপরদিকে ডিমাসারা বাংলাকে তাদের সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেন। কাছাড়ি রাজা সুদর্পনারায়ণের রাজত্বকালে কবি ভুবনেশ্বর বাচস্পতি পয়ার ছন্দে 'নারদীয় রসামৃত' (১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ) বাংলায় অনুবাদ করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের পিতার মৃত্যুর পর কাছাড়ের সিংহাসনে বসেন কৃষ্ণচন্দ্র। তার লেখা 'রামলীলামৃত' ও 'বসন্তবিহার' নামে দুটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। বাংলায় পদাবলি ও সংগীত রচনাও তার সাহিত্যকীর্তির অন্তর্গত। কাব্যচর্চা ছাড়াও এই বরাক উপত্যকায় রাজসভার যুগে গদ্য সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করেছেন অমলেন্দু ভট্টাচার্য। তাঁর 'বরাক উপত্যকার বাংলা সাহিত্য চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস' নিবন্ধে। (অক্ষরবৃত্ত, ৩য় বর্ষ, ২য় অতিরিক্ত সংখ্যা-১, বৈশাখ ১৪০০ বঙ্গাব্দ, সম্পাদক- কপিশকান্তি দে, করিমগঞ্জ, আসাম) এ প্রসঙ্গে ড০ সুকুমার সেন তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-২০৭) মন্তব্য

করেছেন— ''কাজকর্মে বাংলা গদ্যের প্রথম এবং ব্যাপক ব্যবহার ষোড়শ শতাব্দী হইতে ত্রিপুরা-কাছাড়-কামতা অঞ্চলেই পাইতেছি।''[১] এই উপত্যকায় প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছে এবং রাজসভার আমল থেকেই গদ্য-সাহিত্য চর্চার শুরু হয়েছে। এইসব ধারণা বেয়ে এই উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্পের চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল।

এই বরাক উপত্যকায় ছোটগল্প চর্চার জন্য লিটল ম্যাগাজিনের উপর নির্ভরশীল। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে লিটল ম্যাগাজিনের পাতায় ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অনিশ ও শতক্রতু— এই দুটি লিটল ম্যাগাজিনকে কেন্দ্র করে ছোটগল্পের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। বরাক উপত্যকার ছোটগল্প চর্চার ইতিহাসে গল্পকার শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর সম্পাদিত 'অনিশ' পত্রিকা ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে শিলচর থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকাটি নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন বলা যায়। এই পত্রিকায় অনেক শক্তিশালী লেখকদের লেখা বেরিয়েছিল। এই পত্রিকাটিতে শুধুমাত্র ছোটগল্প প্রকাশিত হত। কয়েক বছর চলার পর এটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দীর্ঘ সময় বন্ধ হয়ে থাকার পরে ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে তারই সম্পাদনায় আবার পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল, তথাপি এর প্রকাশনা এখন বন্ধ। 'অনিশ' পত্রিকাটির পর ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে ভাস্করানন্দ শর্মা ওরফে তপোধীর ভট্টাচার্য ও মিথিলেশ ভট্টাচার্যের যৌথ সম্পাদনায় 'শতক্রতু' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় শিলচর থেকে। সম্পাদকদ্বয় ছাড়াও উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিল বর্তমান কলকাতা নিবাসী ছোটগল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ ও শিলচর নিবাসী ছোটগল্পকার শেখর দাশ। মিথিলেশ, রণবীর ও শেখর দাশ খুবই শক্তিশালী গল্পকার। তপোধীর ভট্টাচার্যও কয়েকটি ভালো ছোটগল্প আমাদের উপহার দিয়েছেন। যেমন— ধীরাজের গল্প, শ্মশান ছবি, সেই বাড়ি, জীবন যাপন, আয়না।

অবিভক্ত কাছাড়ে প্রথম গল্প সংকলন 'নীলগোলাপ' ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে

প্রকাশিত হয়েছিল। গণেশ দে, কালীকুসুম চৌধুরী, কিরণশঙ্কর মোহান্ত এবং চিরঞ্জীব চৌধুরী এদের গল্প এই সংকলনে প্রকাশিত হয়েছে। এরপরে যে সমস্ত গল্প সংকলনগুলো প্রকাশের আলোয় আসে তা নিম্নে উল্লেখিত করা হল—

১. 'বরাকপারের গল্প' : প্রকাশ- বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের কাছাড় জেলা কমিটি, সম্পাদকমণ্ডলী করুণা রঞ্জন ভট্টাচার্য, অনন্ত দেব, নারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, তৈমুর রাজা চৌধুরী ও সীতেশ দত্ত; প্রকাশ কাল- ২০ আশ্বিন, ১৩৯৮, মহালয়া অক্টোবর ১৯৯১।

২. 'বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প' : সম্পাদনা- কপিশকান্তি দে; প্রকাশনা- অক্ষর সাহিত্য প্রকাশনি, করিমগঞ্জ; প্রকাশকাল- ১৯৯৪।

৩. 'গল্প পঞ্চদশী' : প্রকাশনা- শুভম্ প্রকাশনী, শিলচর, কাছাড়; সম্পাদনা- অনন্ত দেব, মৃণাল কান্তি দত্ত বিশ্বাস, ইমাদউদ্দিন বুলবুল, তৈমুর রাজা চৌধুরী ও মিলন উদ্দিন লস্কর; প্রকাশকাল- ১ অক্টোবর ১৯৯৭, মহালয়া।

৪. 'তৃতীয় ভুবনের গল্প' : সম্পাদনা- মহুয়া চৌধুরী, প্রকাশনা- আরশী প্রকাশনী, তারাপুর, শিলচর- ৭৮৮০০৩; প্রকাশকাল- ২ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩।

এই চারটি গল্প সংকলনের মধ্যে কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ ও প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে উঠতে পারেনি কারণ এতে অনেক গল্পকারের গল্প এগুলিতে স্থান পায়নি। আগরতলা থেকে 'উত্তর-পূর্বের নির্বাচিত বাংলা গল্প' সংকলনটি ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল, এতে বরাক উপত্যকার আটজন গল্পকারের গল্প প্রকাশিত হয়েছে। 'বরাকপারের গল্প' সংকলনটিতে 'আমাদের কথা' শীর্ষক মুখবন্ধে সম্পাদকমণ্ডলী উল্লেখ করেছেন, — ''অখণ্ড সুরমা উপত্যকার আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য চর্চার অঙ্গীভূত ছিল বর্তমান বরাক উপত্যকা। তবে ছোটগল্প লিখে খ্যাতি পেয়েছিলেন পর্যায়ক্রমে ক্ষিরোদ চন্দ্র দেব, ঁসতুভূষণ চৌধুরী, ঁমন্মথ কুমার চৌধুরী, তাদের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি হল যথাক্রমে 'নবমিকা', 'সগরল' ও 'মক্ষিরাণী' অখণ্ড সুরমা উপত্যকার সৈয়দ মুজতবা আলী, দ্বারেশ শর্ম্মাচার্য্য উভয়েই বাংলা ছোটগল্প লিখেছেন, বাংলা সাহিত্যের পরিধিতে প্রসিদ্ধি তাঁদের অবদানের নিরিখে পেয়েছেন।'' উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ মুজতবা আলীর পিতৃনিবাস ছিল করিমগঞ্জে। কবি-গবেষক সুধীর সেনের লেখা— ''বাংলা সাহিত্যে আসামের বাঙালির অবদান'' গ্রন্থটি ছাড়া স্বাধীনোত্তর কালে বরাক উপত্যকায় বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকারদের বিবরণ একত্রে পাওয়ার মতো দ্বিতীয় কোনো গ্রন্থ এখনো রচিত হয়নি।

'বরাকপারের গল্প'তে মোট একুশজন গল্পকারের গল্পস্থান পেয়েছে। তারা হলেন— ১. ঁভানু সেনগুপ্ত, ২. করুণারঞ্জন ভট্টাচার্য. ৩. শঙ্কর গুপ্ত, ৪. মহীউদ্দিন, ৫. অতুল রঞ্জন দেব, ৫. কামাল উদ্দিন আহমদ, ৭. শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, ৮. অপরেশ ভৌমিক, ৯. গণেশ দে, ১০. অরিজিৎ চৌধুরী, ১১. মিথিলেশ ভট্টাচার্য, ১২. সুভাষ কর্মকার, ১৩. বদরুজ্জামান চৌধুরী, ১৪. ঁঅনুশ্রী সেন, ১৫. ঁনারায়ণ চন্দ্র চক্রবর্তী, ১৬. মোঃ মঈনুদ্দীন, ১৭. জয়া দেব, ১৮. শুভঙ্কর চন্দ, ১৯. দেবব্রত চৌধুরী, ২০. আতিক উদ্দিন চৌধুরী, ২১. আশিস রঞ্জন নাথ।

'গল্প পঞ্চদশী'তে পনেরোজন মহিলা গল্পকারের গল্প সংকলিত হয়েছে।

তারা হলেন— ১. অর্চনা পুরকায়স্থ, ২. বিজয়া কর, ৩. বিজয়া দেব, ৪. জ্যোৎস্না হোসেন চৌধুরী, ৫. মহুয়া চৌধুরী, ৬. ঝুমুর পাণ্ডে, ৭. শিবানী ভট্টাচার্য, ৮. কৃষ্ণা চৌধুরী, ৯. কাজল দেমতা, ১০. নিবেদিতা চৌধুরী, ১১. দীপ্তি দেব, ১২. হাসনা আরা শেলী, ১৩. জয়া দেব, ১৪. দীপালি (দত্ত) চৌধুরী, ১৫. অনামিকা চক্রবর্তী, — এ সংকলনটিতে স্বপ্না ভট্টাচার্যের মতো দুর্ধর্ষ ছোটগল্পকারের গল্প স্থান পায়নি। তাই বলা যায় একটি পূর্ণাঙ্গ ও প্রতিনিধিস্থানীয় গল্প সংকলনের অভাব রয়েছে। "২২ এপ্রিল ১৯৩৬ ইং তারিখে আব্দুল গফ্ফার দত্ত চৌধুরী নর্মাল স্কুল হোস্টেলে শিলচরে বসে লিখেছিলেন তার 'লখিয়া' ছোটগল্পটি যা সম্প্রতি তার স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।" (আমাদের কথা; গল্প পঞ্চদশী) এভাবে হয়তো অনেকেই স্বাধীনতা-পূর্ব কালে অনেক ছোটগল্প রচনা করেছেন যার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে না। মুষ্টিমেয় কয়েকজন গল্পকার তাদের গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন। অনেক গল্পকার গল্প সংকলন প্রকাশ করেননি কিংবা এই বরাক উপত্যকার প্রকাশনার অভাবে তারা প্রকাশ করেননি। একজন গল্পকারের রচনাবলি পাঠ না করলে তার গল্পের মূল্যায়ণ সঠিক হয় না। যারা নিজেদের গল্প সংকলন প্রকাশ করেছেন তাদের গল্প সংকলনগুলির নাম কিংবা সম্পাদিত গল্প সংকলনের নাম নিম্নে দেওয়া হলো—

১. মিথিলেশ ভট্টাচার্য : কক্ষপদ : সাহিত্য, হাইলাকান্দি, ১৪১০

২. মহুয়া চৌধুরী : তৃতীয় ভুবনের গল্প (সম্পাদনা); শিলচর কাছাড় ২০০৩

৩. রণবীর পুরকায়স্থ : আসমান জমিন কথা; একুশ শতক, কলকাতা, ২০১১

বোকা কাশীরাম কথা; অক্ষর পাবলিকেশনস্, আগরতলা, ত্রিপুরা, জানুয়ারী, ২০০১

তৃতীয় ভুবনের রূপকথা; অক্ষর পাবলিকেশনস, আগরতলা, ত্রিপুরা, জানুয়ারী, ২০১১

শিকড়ের সন্ধানে; এবং মুশায়েরা, কলকাতা, ২০১১

পঁচিশজন গল্পকারের গল্প সংকলিত হয়েছে 'সাধারণ মেয়ের গল্পে' সংকলনে। তারা হলেন— ১. পম্পা ভট্টাচার্য, ২. নিবেদিতা চৌধুরী, ৩. দেবযানী চৌধুরী, ৪. স্মৃতি পালনাথ, ৫. দীপালি চৌধুরী, ৬. দীপ্তি চক্রবর্তী, ৭. নন্দিতা দত্তরায়, ৮. মহুয়া চৌধুরী, ৯. সুশান্ত ভট্টাচার্য, ১০. শুক্লা ভট্টাচার্য, ১১. জ্যোৎস্না হোসেন চৌধুরী, ১২. হাসনা আরা শেলী, ১৩. মায়া গুপ্ত, ১৪. স্মৃতি দত্ত, ১৫. অঞ্জু এন্দো, ১৬. সুনন্দা নন্দী পুরকায়স্থ, ১৭. কৃষ্ণা চৌধুরী, ১৮. সুমিত্রা দত্ত, ১৯. শিবানী গুপ্ত, ২০. শিখা দাশগুপ্ত, ২১. শিবানী বিশ্বাস, ২২. ভবানী চক্রবর্তী, ২৩. শর্মিলা দত্ত, ২৪. চন্দ্রিমা দত্ত, ২৫. সুদীপ্তা বিশ্বাস। — এই সংকলনের সব গল্পগুলি যে কাহিনিকে অতিক্রম করে গল্প হয়ে উঠেছে এমন কথা বলা যায় না তবে একথা স্বীকার আমাদের করতেই হয় যে তাদের গল্পচর্চা ও প্রয়াসকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। সম্পাদিত সংকলনটি 'নিবেদন' অংশে সম্পাদক সুমিত্রা দত্ত যথার্থই মন্তব্য করেছেন, 'কেন এই লেখালেখি আমাদের? উত্তর- লিখতে ভাল লাগে- সময় ভালো কাটে।' 'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধার'র বৃত্ত থেকে বেড়িয়ে— খানিকটা বা অন্নচিন্তা থেকে অন্য চিন্তার নিজস্ব জগতে বিচরণও তো এক ধরণের মুক্তি, বিশেষতঃ এই নারী নির্যাতন ও বধু হত্যার যুগে। এ অবশ্য তাৎক্ষণিক লাভ। আর সুদূর প্রসারী লাভ? কে বলতে

পারে এঁদের একজন সাধারণ মেয়ে একদিন অসাধারণ গল্প লিখবেন না? কে জানে কার মধ্যে লুকিয়ে আছে কোন সম্ভাবনার বীজ?" অনেকে পত্র-পত্রিকায় গল্প লেখালেখি করেছেন সম্ভবত তাদের কোন গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়নি, তারা হলেন— প্রয়াত কমল ঘোষ, আব্দুল খালিক বাঙ্গাল, মুজিব স্বদেশী, সম্রাজ্ঞী সোম, পরম ভট্টাচার্য প্রমুখ।

বরাক উপত্যকার প্রধান গল্পকারের গল্প বিশ্লেষণ করলে শুধু পরিসরের ভিন্নতা নয়, সময়বোধ, আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার ভিন্নতাও বোঝা যায়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন, নাগাল্যাণ্ডে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস, আসামের উগ্রজাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং ভারতীয়ত্বের ঔপনিবেশিক অহংকার, পশ্চিমবঙ্গের বা বর্হিবঙ্গের অন্যান্য স্থানের গল্পকারদের অনুভবে ও অভিজ্ঞতায় নেই। অথচ এই সব বিষয় ফুটে উঠেছে মলয়কান্তি দে'র গল্পে। ''ফলে গল্পের পাঠকৃতিতে সচেতনভাবে প্রত্যাখ্যাত ও প্রান্তিকায়িত অপর বর্গ হিসেবে নিজেদের জুড়ে আতঙ্কজনিত জীবন যাত্রার পালা ফুটে উঠবে— এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।"[২] মলয়কান্তি দে'র বহু আলোচিত গল্প 'আসরাফ আলির স্বদেশ' শুরু হচ্ছে রূপক বাচন বিন্যাসে, ''আকাশ অন্ধকার, মনে হচ্ছে বাতাস ও অন্ধকার; অন্ধকারে ডুবে আছে দু-পাশের মাঠ, জলা, বন ও বসতি। ঘরে ঘরে ঘুমন্ত মানুষগুলোর সামনে ও পেছনে অন্ধকার। ... পেছনে কাঠের পাটাতনের ওপর এগারোটি মানুষ; পাইকারী হাটে নিয়ে যাওয়া গরু-ছাগলের মতো গায়ে গা লাগিয়ে বসে আছে, বোঁয়া ফুলিয়ে যেন। চোখে তাদের কোন ভাব-ভাষা নেই শুধু প্রতিফলিত নিরেট অন্ধকার। ... ব্যথা লাগে, ছড়ে যায়, আসরাফ মাথা তোলে না, চোখ মেলে না, ব্যথায় কঁকায় না। তার মানে এই নয় যে আসরাফ ঘুমন্ত। আসলে ভেতরে সে বয়লারের মতো জেগে আছে।"[৩]

আসাম সরকার যখন বাংলাভাষী নিম্নবর্গীয় ব্রাত্যজনের ওপর অত্যাচার

শুরু করে তখন গল্পকার মলয়কান্তি অন্তত জাহান্নমের পিঠে চড়ে পুষ্পের হাসি হাসেননি। চারদিকে অন্ধকারের মধ্যেও লেখক দেখতে পান লাঞ্ছিত বিতাড়িত আসরাফ বয়লারের মতো জেগে আছে। চলচ্চিত্রের মতো দৃশ্যানুপুঙ্খ খচিত এই গল্পের ভাষা। বিগত আশির দশকে করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের 'ঝিনুক' নাট্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী মলয়কান্তি দে'র গল্প চলচ্চিত্রায়িত করেছিল।

মলয়কান্তি দে'র মতো শেখর দাশের গল্পের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ফুটে উঠেছে। 'শতক্রতু' পত্রিকায় 'ক্রমশ তাপ' গল্প প্রকাশের মধ্যে দিয়েই তার আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটি একটি গল্পহীন গল্প। এই গল্পহীন গল্প বরাক উপত্যকার খুব কম লেখকেই লিখেছেন। সন্দীপ চট্টোপাধ্যায়ের 'ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী' ও 'বিজনের রক্তমাংসে' গল্প সংকলন দুটিতে বাংলা সাহিত্যে গল্পহীন গল্পের যে ধারার পরিবর্তন, শেখর দাশের গল্পে তার প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। তিনি শৈশব ও কৈশোর কালে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় অর্থাৎ রাঁচি, পুনে, কাটিহারে কাটালেও কর্মজীবন তার শিলচরে। শৈশব ও কৈশোর কালে বরাক উপত্যকার বহু দূরে কাটলেও তার গল্পে বরাক উপত্যকার সময় ও পরিসর তার গল্পে স্থান পেয়েছে। তবে এই বরাক উপত্যকায় এমন কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা এখানে আছে যা ভারতের অন্য কোথাও নেই। তাই এ বরাক উপত্যকার গল্পকারদের গল্পের ভাষা ও আঙ্গিক, রীতি বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পূর্ণ নতুন। তাই শেখর দাশ এই নতুন রীতির লেখক। তার প্রকাশিত গল্প সংকলন 'কোষাগার' ২০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। 'কোষাগার' সংকলনে 'শেখর দাশ ও তার গল্পবিশ্ব'— শীর্ষক ভূমিকায় তাত্ত্বিক সমালোচক তপোধীর ভট্টচার্য লিখেছে— '' 'ক্রমশ তাপ' থেকে 'শ্বেতরক্তকণা' যেন অ্যাবসার্ডিটির নতুন গ্রন্থনা। চেতনার চেয়ে বড়ো অবচেতন, ভাষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব পরা ভাষার। ... প্রান্তিকায়িত অস্তিত্ব এবং সময়ের গ্রন্থিলতা তার মূল উপজীব্য হলেও

মধ্যবিত্ত জীবনের গোলক ধাঁধাতেও আলো পড়েছে। নির্মোহ নিরাসত শল্যচিকিৎসকের মতো শেখরের অবস্থান যেন, আবার মানবিক মূল্যবোধের স্ফূরণও সে দেখতে পায় ঘনঘোর অন্ধকারে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কলঙ্কিত বরাক উপত্যকায় 'আজান' গল্প বা গ্রামীণ মাফিয়ার চারণভূমি শহরতলির আখ্যান 'জনসভা' কেবল শেখরই লিখতে পারে।"[৪]

অরিজিৎ চৌধুরীর গল্পেও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন বিতাড়িত মানুষের যন্ত্রণার কথা। তার গল্প পাঠের পর পাঠকের কাছে বড় হয়ে উঠে মানবিকতা। তার গল্পের চরিত্ররা ব্যক্তিমাত্র নয়, হয়ে উঠে নিপীড়িত বর্গের প্রতিনিধি। তার 'আগুন' ও 'মানবাধিকার' গল্প দুটিতে ফুটে উঠেছে বিদেশি বিতাড়ন আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদ। আসামের রাজনীতি জটিল পরিস্থিতি অরিজিৎ চৌধুরীর গল্পের বীজ ও বিষয়। তার বিখ্যাত গল্পের মধ্যে আছে 'সামসুলের সীমানা' ও 'দ্বিরাগমন'।

মিথিলেশ ভট্টাচার্য, বদরুজ্জামা চৌধুরী, সুভাষ কর্মকার ও দেবব্রত চৌধুরীর গল্পে দেখা যায় বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক সমাজ বাস্তবতার ভিন্ন আদল ও স্বভাব। এরা চারজনই শক্তিশালী গল্পকার। মিথিলেশ ভট্টাচার্য শারদীয় 'প্রান্তজ্যোতি'তে তার প্রথম ছোটগল্প 'এখন সাগর' ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তার গল্পের মধ্যে রয়েছে— চৈত্রপবন, নদীর নাম লোভাতুর, জগৎ পারাপারের তীরে, সময়, কক্ষপথে, নষ্টশসা, সন ১৩৮১, রিপু জাতক ইত্যাদি। তার ছোটগল্পে ফুটে উঠেছে বরাক উপত্যকার লোকায়ত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলি। তিনি একটি 'পদছাপ' নামে উপন্যাস রচনা করেছেন।

বদরুজ্জামান চৌধুরীর 'লাখ টাকার মানুষ' গল্প সংকলনটি ২০০৩ খ্রিস্টাব্দে সাহিত্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। এই সংকলনটিতে আঠারোটি গল্প আছে।

বদরুজ্জামান চৌধুরীর গল্পে বরাক উপত্যকার দরিদ্র ও দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের জীবনের দুঃখ, ক্লেশ ও যন্ত্রণার ছবি ফুটে উঠেছে। ক্ষুধার্ত মানুষের হাহাকার শোষিত মানুষের নিরাশ্রয়, শোষকের প্রতি অভিযোগ তার গল্পে প্রধান অবলম্বন। তার প্রতিটি গল্পে মুক্ত উপসংহার অথবা আপাত-সমাপ্তির ইঙ্গিত দিয়ে যায়— 'ক্ষুধার চেয়ে অশ্লীলতার বর্বরতর কিছু নেই এই পৃথিবীতে'। মানুষের জগৎ শ্রেণি-বর্ণ-ধর্ম-সম্প্রদায়-লিঙ্গ-বিভাজিত হওয়ার মানবিক সমগ্রতাই নির্বাসিত তার গল্পের অর্ন্তবয়নকে নিঙড়ে নিলে এই নির্যাসই মেলে। তার বিখ্যাত গল্প 'মানুষ'এ (লাখ টাকার মানুষ, পৃষ্ঠা- ২৮-৩৩; রচনাকাল- ১৬.০১.৮২) দেখতে পাওয়া যায় ক্ষুধার্ত শিশুরা শকুন তাড়িয়ে গরুর মাংস খাচ্ছে। মানুষের দৈহিক চাহিদার জন্য এই করুণ পরিণতি ঘটেছে। তার কিছু গল্পে নারীবাদী চেতনার প্রকাশ ঘটেছে। গল্পকার মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও বিক্ষোপ দেখিয়েছেন তার গল্পে। তার একটি অসামান্য গল্প 'ফুলজান বিবির কথামালা'। এই গল্পে তাই দেখা যায় 'মুরগির স্বাদ পাওয়া শেয়ালের মতো', ফজির আলী সম্পর্কে ভাসুর হলেও যখন সুযোগ পেয়ে দ্বিতীয়বার ফুলজানকে উপভোগ করার জন্য 'জিহ্বায় লালা ঝরিয়ে এসেছিলো', তখন ''ফুলজান মাছকাটা দা খানা দেখিয়ে বলেছে, 'ফজিরদা', যে দা মাছ কাটতে পারে হৌ দা মান্‌ষের গলাও কাটতে পারে।' চারিত্রিক দৃঢ়তায় নারী এখানে বিদ্রোহিনী। তার গল্পে ধর্মীয় গোড়ামির ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছেন। বিশেষতঃ বরাক উপত্যকার মুসলমান সমাজের অন্ধকার দিকগুলোকে তিনি উল্লেখ করেছেন তার গল্পের মধ্য দিয়ে।

সুভাষ কর্মকারের প্রথম গল্প 'মৃত্যুর পরিধি ছুঁয়ে' ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় গুয়াহাটি থেকে 'নবদিগন্ত' পত্রিকায়। তিন অসমিয়া ও রাজস্থানি গল্প বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তার 'কাঠ' গল্পটি সম্পর্কে সমালোচনা তপোধীর ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন— ''... এর বিবরণাত্মক প্রতিবেদনে অনুপুঙ্খ বিন্যাস আলাদা

ভাবে লক্ষণীয়। এই গল্পের আবহে বিশেষ ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের গুরুত্ব নেই তত। কেননা ক্ষুধার্ত অন্তেবাসীদের বেঁচে থাকার সীমাহীন লড়াই পরিবেশ— নিরপেক্ষ। গণা কয়েক অস্তিত্ব নয় কোনো, এই গল্পে যে সার্থক ভাবে বর্গের প্রতিনিধি। মিথ্যা অধ্যাবসায়ের নির্মম অবসানে গল্পের উপসংসাহের চাবুকের মতো পাঠকের সংবেদনাকে আঘাত করে যেন।"[৫]

বরাক উপত্যকার প্রান্তিকায়িত ব্রাত্যজীবনের দুঃখ যন্ত্রণা ও সেই যন্ত্রণাকে অতিক্রম করার পথ ও পাথেয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় তার গল্পের মধ্যে।

দেবব্রত চৌধুরীর ছোট গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল— 'আব্বাজানের হাড়', 'কাক' ও 'সাধভক্ষণ'। সমাজের নানা সমস্যাগুলি তুলে ধরেছেন তার গল্পে। আসামে বহিরাগত বিরোধী উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শিকার হচ্ছেন বরাক উপত্যকার অসহায় মানুষ। তার বিখ্যাত গল্প 'অনাবাসী'।

মিহির দেবনাথের বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে— 'কাঙালদাসের দোতারা', 'উদ্বাহু আমনের শিস', 'রাধারাণির এইসব দিনরাত্রি', 'গরিবের ঘরে যিশু', 'সুমনা অথা আনঙ্গ বৈষ্ণবীর গল্প', 'ধর্ম', 'এই সময়', 'খটাং খট তাঁত বোনে দীননাথ' ও 'একিন আলীর পঞ্চায়েত ভোট' ইত্যাদি।

স্বপ্না ভট্টাচার্য বরাক উপত্যকার একজন শক্তিশালী গল্পলেখক। তিনি কৈশোর থেকেই গল্প লিখতেন। তার প্রথম প্রকাশিত ছোটগল্প 'পয়োধীর' এটি 'দৈনিক প্রান্তজ্যোতি'র পাতায় ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দেশ-বিদেশের বহু লিটল ম্যাগাজিনে তাঁর ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে। তার একটি 'সমান্তরাল' গল্প সংকলন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল। এটিতে তার বারোটি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। এই বারোটির মধ্যে 'উজান' ও 'মন্থন' গল্পদুটি খুব খ্যাতি লাভ করেছে। সমালোচক তপোধীর ভট্টাচার্য তাঁর 'উজান' গল্পটি সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন,

"…. নারীচেতনায় সিঞ্চিত সার্থক গল্পের অভাব খুব প্রকট তৃতীয় ভুবনে, বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্পে স্বপ্না ভট্টাচার্য 'উজান' লিখেছেন যেন মূল্যবোধের প্রতি প্রত্যয় পুনর্ঘোষণা করার জন্যে। এই গল্পের মুখ্য উপজীব্য ক্ষিতীন্দ্র মোহনের অতীত থেকে বর্তমানে সঞ্চরণ এবং এই সূত্রে মানবিক সম্পর্কের পুনরাবিষ্কার বা জীর্ণ হয় না কখনো। উপভাষার গ্রন্থনা, লোকশ্রুতি অনুপুঙ্খ, উদ্বাস্তু জীবনের কঠিন সংগ্রাম, বরাক উপত্যকার প্রধান শহর শিলচরের বর্তমান ও অতীত সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিসর, ভাষা-আন্দোলনের দুর্মর স্মৃতি। এইসব উত্তরায়ন-মনস্ক চেতনার প্রতিবেদন গড়ে তুলেছে। আর, সব মিলিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে অনিকেত সত্তার আত্ম পরিচয় অর্জনের সংকট ও সম্ভাবনা।"[৬]

ঝুমুর পাণ্ডে গল্প লিখেছেন চা বাগিচার শ্রমিক জীবনের প্রেক্ষাপট এবং গল্পে মধ্যবিত্ত বর্গীয় মানুষদের ছায়াও লক্ষ করা যায় তার গল্পের মধ্যে। তিনি যেন, মধ্যবিত্তের চোখে শ্রমিক জীবনকে দেখেছেন, শ্রমিকের চোখে নয়। এঁদের পাশাপাশি রণবীর পুরকায়স্থ, সুব্রত কুমার রায়, অমিতাভ দেবচৌধুরী ও সৌমিত্র বৈশ্যদের মনে হয় ভিন গ্রহের বাসিন্দা। নান্দনিক আধুনিকতার প্রতি এঁরা তুলনামূলকভাবে বেশি মনোযোগী বলে প্রাকরণিক জটিলতার অভিব্যক্তি এঁদের গল্পবয়নে চোখে পড়ার মতো। যেমন নির্বাচিত গল্পে সংকলিত সৌমিত্র বৈশ্যের 'নিখিলেশদের বেঁচে থাকা'র প্রতিবেদনে আধুনিকোত্তর প্রকরণের ছায়া লক্ষ করি যাকে বিশেষজ্ঞরা বলেন আরম্ভ ও সমাপ্তির অনেকান্তিকতা। যাকে আখ্যানের প্রবেশবিন্দু ও নির্গম বিন্দু বলি, সৌমিত্রের বয়ানে তাদের একাধিক উপস্থিতি। তার মানে, গল্পকার পাঠকের জন্যে অনেক বেশি স্বাধীনতা বরাদ্দ করেছেন যাতে আদি-পাঠ থেকে নিজেদের মনন-প্রবণতা অনুযায়ী একদিন পাঠকৃতি গড়ে তোলা যায়। কারণ নিখিলেশ তো ব্যক্তি-অস্তিত্ব নয় কেবল, বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্তবর্গের প্রতিনিধি। বৃত্তিজীবন নানাভাবে বিকশিত ও নির্মীলিত হতে পারে, এই বার্তা

দেওয়ার জন্য গল্পকার আরম্ভ ও সমাপ্তির মধ্যে কোনো ভেদরেখা নির্দিষ্ট করে দেননি; ধারাবাহিক চক্রকে আবর্তনের আভাসই ফুটিয়ে তুলেছেন। উত্তরপূর্বের ও প্রান্তিক অঞ্চল, সর্বতোভাবে অনগ্রসর বরাক উপত্যকায় পর্যন্ত, সময়ের অমোঘ নিয়মে ছিন্নমূল নাগরিক আধুনিকতা ছায়া ফেলেছে বাকি অস্তিত্বে।

''অমিতাভ দেবচৌধুরী 'প্রসিদ্ধ রক্ত' (নির্বাচিত গল্প) এই নাগরিকতার চূড়ান্ত অভিব্যক্তি যেন; তাই এর আত্মিক আবহ উত্তর-পূর্বের পরিসরে গড়ে ওঠেনি। গল্পের বয়ান পরিকল্পিত হয়েছে চেতনা প্রবাহের সূত্রে। শিলচরের এক তরুণ চিঠির সূত্রে আত্ম-উদ্‌ঘাটন করে এবং বুদ্ধিজীবী সুলভ আত্মমোহনের দর্পনে শুধুমাত্র অনন্বয়ের উৎকট অভিব্যক্তি দেখতে পায় সর্বত্র। নিজের পারিপার্শ্বিককে প্রত্যাখ্যান করতে করতে স্বতোবিচ্ছিন্ন বুদ্ধিজীবী অস্তিত্ব যেহেতু পৌঁছে যায় আত্মক্ষয়ী ঘৃণা ও বিবিক্ততায়, সন্দর্ভ নিয়ামক চেতনা প্রবাহও কার্যত হয়ে ওঠে অপরতাহীন ও এক বাচনিকা নেতিনেতি করতে করতে গল্পকার যেন ভয়াবহ এক আত্মিক সংকটের ছবিই তুলে ধরতে চেয়েছেন। ... 'আম-জাম-নারকেল' বেষ্টিত নিজেরে বাড়ির টিপিক্যাল স্বপ্ন দেখা ঠিক পোষায় না যার, আত্মবিস্মৃত-আত্মদ্রোহ-আত্মঘৃণা তাকে নিয়ে যায় প্রাকৃতায়নের বিপ্রতীপে। এই জন্যে এই গল্প হলো অনিকেত প্রজন্মের প্রতিবেদন যাকে দ্বিবাচনিকতার নিয়ম অনুযায়ী অনিবার্য বলে বুঝি।''[৭]

বরাক উপত্যকায় সৌমিত্র-অমিতাভ-সুব্রত এদের মতো আরেক দুর্ধর্ষ গল্পকার রণবীর পুরকায়স্থ। তার বিখ্যাত গল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে— মিনির হাসি, রঞ্জন আসছে, তরমুজ, দুন্দুবুড়ি কথা ও মোহনদাসের জন্মবৃত্তান্ত। 'দুন্দুবুড়ি কথা' গল্পটিকে ''... সাম্প্রতিক বাংলা গল্পের নতুন নন্দন ও বিকল্প বয়ন পদ্ধতির স্মারক হিসেবে পড়া যেতে পারে। লোকশ্রুতির অনুপুঙ্খ যেমন এই গল্পের কেন্দ্রীয় আকল্পকে ধারণ করেছে, তেমনি সন্দর্ভ জুড়ে রয়েছে লোকায়ত উপকরণের

সৃজনশীল পুনঃপ্রয়োগ। ... 'অসীমান্তিক' সংকলনে প্রকাশিত 'মোহন দাসের জন্মবৃত্তান্ত' তেমনি মনে করিয়ে দেয় বাখতিনের কার্নিভালকে, যা রণবীরের এই গল্পে অন্তঃশায়ী। অর্ন্তবয়ানে সমৃদ্ধ পাঠকৃতি হিসেবে এর জুড়ি মেলা ভার। বিশেষভাবে লক্ষনীয় গল্পের বয়নশৈলী যার মধ্য দিয়ে উৎস ও মোহনা একাকার হয়ে গেছে।"[৭]

বরাক উপত্যকায় অর্থাৎ বাংলা সাহিত্য চর্চার অপর পরিসরে ছোটগল্প চর্চার এক শক্তভিতের ওপর দাড়িয়ে আছে। এখানে বিভিন্ন ধারার ছোটগল্প চর্চিত হয়েছে। এই অপর পরিসরে চর্চিত ছোটগল্পগুলোর অর্ন্তভুবনে বিশ্লেষণের আলো ফেললে যে সমাজ বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যায়, তা হয়তো বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রে চর্চিত ছোটো গল্পের অর্ন্তভুবনে বিধৃত সমাজ বাস্তবতা থেকে আলাদা, কিন্তু গল্পভাবনায়, গল্পভাষায়, আঙ্গিকে, শৈলী ও প্রকরণে কেন্দ্রে চর্চিত ছোটগল্পের মানের থেকে কোনো অংশেই নিকৃষ্ট নয়। বাংলা ছোটগল্পের বৃহত্তর ইতিহাসে মলয় কান্তি দে'র 'আসরাফ আলির স্বদেশ', দেবব্রত চৌধুরীর 'আব্বাজানের হাড়', রণবীর পুরকায়স্থের 'দুন্দুবুড়ির কথা', অমিতাভ দেব চৌধুরীর 'অনন্ত সার্কাস', সৌমিত্র বৈশ্যের 'নিখিলেশদের বেঁচে থাকা', সুব্রত কুমার রায়ের 'আয়না' এবং 'স্বপ্নপ্লেগ', বদরুজ্জামান চৌধুরীর 'ফুলজানবিবির কথামালা', স্বপ্না ভট্টাচার্যের 'উজান', শেখর দাশের 'শ্বেতরক্তকণা' এবং 'ক্রমশ তাপ' বা এ ধরনের আরো কিছু গল্পের মতো ছোটগল্প খুব বেশি চোখে পড়ে না। তাই বরাক উপত্যকায় মানুষকে সন্ত্রাসবাদ, আঞ্চলিক উপনিবেশবাদ, মৌলবাদ, আন্তর্জাতিক চক্রান্ত, সামন্তবাদ, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব, উৎপাদিত বস্তুর অসম বন্টনজনিত আর্থ-সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট, ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার, অশিক্ষা, সম্পর্ক-বিন্যাসের সংকট ও মানবিক সমগ্রতার বিভাজনের সঙ্গে অবিরত লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রীয় পরিসরের

তুলনায় এই বরাক উপত্যকায় নানা সমস্যা ও সংকট রয়েছে। তাই এই অঞ্চলের গল্পকারের গল্প লেখার সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কেন্দ্রীয় পরিসরের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বরাক উপত্যকার ছোটগল্পগুলোর ভিন্ন আয়তন ও মাত্রা বৃহত্তর বাংলা ছোটগল্পের অখণ্ড ভুবন উৎকৃষ্ট সংযোজন। এইসব দিক দিয়ে বিচার করে বলা যায় যে, এই বরাক উপত্যকার গল্প ও গল্পকারদের বাদ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পের বৃহত্তর ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

বাংলা ছোটগল্পের এই শক্তিশালী ভুবন হিসেবে ধরা হয় বরাক উপত্যকা অঞ্চলকে। এই বরাক উপত্যকায় ভালো ভালো গল্প রচিত হচ্ছে শক্তিশালী গল্পকারের দ্বারা। তাঁরা বাংলা ছোটগল্পের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। বাংলা ছোটগল্প রচনায় অনেক এগিয়ে আছে বরাক উপত্যকা। এই অঞ্চলের ছোটগল্প বাংলা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। 'বরাক উপত্যকার গল্প' গ্রন্থের সম্পাদক মিথিলেশ ভট্টাচার্য এই গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ''এ কথা অনস্বীকার্য যে, বাংলা সাহিত্যের সবচে' বৈচিত্র্যপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে বাংলা ছোটগল্প। একসময় পশ্চিমবঙ্গই ছিল সার্থক বাংলা ছোটগল্প রচনার অবিসংবাদি কেন্দ্র। কিন্তু সময় পাল্টানোর সাথে সাথে বাংলা ছোটগল্প রচনা শুধু পশ্চিমবঙ্গেই না, ভারতবর্ষের ভিন্ন বহুভাষী অঞ্চলের অত্যন্ত সার্থকভাবে এগিয়ে চলছে। বিশেষত, উত্তর-পূর্ব ভারতের (ত্রিপুরা, বরাক ও ব্রহ্মপুত্র) বাংলা ছোটগল্প চর্চা খুবই সুসংহত, ব্যাপক ও ঋদ্ধ।'' 'সম্ভার' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় হলেন অমিত কুমার নাগ ও অতীন্দ্রমোহন গুপ্ত। ১৯৫৭ সালে পুজোয় 'সম্ভার' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এতে কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, চলচ্চিত্র স্থান পেয়েছিল। বছরে একটি করে পুজো সংখ্যা বের হতো 'সম্ভার' পত্রিকা। এতে পাঠকদের পিপাসা মিটতো না। তাই শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী সম্পাদনা করে 'অনিশ' পত্রিকাটি বের করেছেন। এই পত্রিকাটি বরাক উপত্যকার প্রথম ও একমাত্র গল্প বিষয়ক পত্রিকা। এটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৯ সালের

জুলাই মাসে। এই পত্রিকায় পাঁচজন সাহিত্যিক হলেন— শ্যামলেন্দু চক্রবর্তী, মিথিলেশ ভট্টাচার্য, তপোধীর ভট্টাচার্য, দিলীপকান্তি লস্কর ও নিধিলাল ধর। এই 'অনিশ' পত্রিকাকে ঘিরে আরো খ্যাতনামা গল্পকারের গল্প প্রকাশিত হয়েছে, তাঁরা হলেন— অরিজিৎ চৌধুরী, গণেশ দে, জগৎ লাহা, করুণাকান্তি দাস, রণবীর পুরকায়স্থ, মিহিরকান্তি রায়।

'অনিশ' পত্রিকাটি ১৯৬৯ সাল থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে বের হয়েছিল। ১৯৭০ সালে পুজো সংখ্যায় বেরিয়েছিল অনেকগুলি গল্প। এতে প্রকাশিত হয়েছিল— মিথিলেশ ভট্টাচার্যের— 'প্রাত্যহিকতার ডামাডোলে প্রতুল', রণজিৎ দাশের 'সান্ধ্যবিরণী', শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর 'শুভেন্দুর হেরফের', বিজিৎকুমার ভট্টাচার্যের 'মা', জিতেন নাগের 'সুখ অসুখের রাত', হীরালাল রায়ের 'শীর্ষবিন্দু' ও পীযূষ রাউতের 'এই হাত, এই পা', রণবীর পুরকায়স্থের 'কাক কাকলি কান্না', জগৎ লাহার 'মহড়া', অরবিন্দ পালের 'যখন বসন্ত বেলা', অরিজিৎ চৌধুরীর 'তীর থেকে দূরে', সন্ধ্যা সাহার 'সে আজ ভীষণ ক্লান্ত', মিহিরকান্তি রায়ের 'ইচ্ছারা ক্রমান্বয়ে আসে এবং তারপর', করুণা দাশের 'অন্ধকারে একা'। 'অনিশ' পত্রিকার পর সম্পাদকদ্বয় মিথিলেশ ভট্টাচার্য ও তপোধীর ভট্টাচার্য 'শতক্রতু' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'শতক্রতু' এ অঞ্চলের কথাসাহিত্যের জগতে ল্যাণ্ডমার্ক। বিশেষত বাংলা গল্পে নতুনশৈলী, আঙ্গিক প্রকরণে বহুবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এ সমস্তই 'অনিশ' এ যার অঙ্কুরোদগম হয়েছিল শতক্রতুতে এসে তার পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। 'অনিশে'র শ্যামলেন্দু, মিথিলেশ, রণবীর ও অরিজিৎকে নিয়ে শতক্রতু আবিষ্কার করল আরো কয়েকজন শক্তিমান লেখককে— অমলেন্দু ভট্টাচার্য, শেখর দাশ, বিজয় দেবরায়, আশুতোষ দাস, কৃষ্ণা মিশ্র, অনুশ্রী সেন তাদের অন্যতম।"[৯]

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ছোটগল্প সম্পর্কে

বলেছেন— ''কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটগল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনার বর্ণনার চেষ্টা করে।''[১০] 'সাহিত্য নবপর্যায়' পত্রিকা ১৯৮৭ সালে আবার যাত্রা শুরু করেছিল। এই পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য চর্চার নতুন মোড় নিল। এই পত্রিকার লেখক হলেন— মিথিলেশ ভট্টাচার্য, অরিজিৎ চৌধুরী, উদয়ন ঘোষ, রণবীর পুরকায়স্থ, তীর্থঙ্কর চন্দ, বদরুজ্জামান চৌধুরী, শংকরজ্যোতি দেব, দেবব্রত চৌধুরী, সৌমিত্র বৈশ্য, মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রতিমা ভট্টাচার্য। এছাড়াও এই পত্রিকায় বিদেশি গল্প অনুবাদ করে আমাদের উপহার দিয়েছে গল্পকার সুভাষ কর্মকার ও সুব্রতকুমার রায়। বরাক উপত্যকার গল্প সংকলনগুলি হলো— 'বরাকপারের গল্প' (১৯৯১), 'বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প' (১৯৯৪), 'গল্প পঞ্চদশ' (১৯৯৭), অপরেশ ভৌমিকের গল্প সংকলন 'বিপন্ন সময় ও অন্য কিছু গল্প' (১৯৮৫), পরেশ দত্তের গল্পসংকলন 'দুপুরে ঘুঘুর ডাক' (১৯৮৮), মিহিরকান্তি রায়ের গল্পগুচ্ছ 'বর্ণমালার সুখ-দুঃখ' (১৯৭৭), জয়া দেবের গল্পসংকলন 'নিভৃত জানালা', শেখর দাশের গল্প সংকলন 'কোষাগার', শ্যামলেন্দু চক্রবর্তীর গল্পগ্রন্থ 'যে-গল্পের শেষ নেই', মিথিলেশ ভট্টাচার্যের গল্পগ্রন্থ 'কক্ষপদ' ও 'যন্ত্রস্থ', বদরুজ্জামান চৌদুরীর গল্পগ্রন্থ 'লাখ টাকার মানুষ', রণবীর পুরকায়স্থের গল্পগ্রন্থ 'বোকা কাশীরাম কথা', অরিজিৎ চৌধুরীর গল্পগ্রন্থ 'পু'ঘোষ', কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্যের গল্প গ্রন্থ 'সাপ শিশির খায়', বিজয়া দেবের গল্পগ্রন্থ 'নীলাঞ্জনা ভেদরেখা'। ঝুমুর পাণ্ডের গল্পগ্রন্থ 'গেরামথানের মানুষটাও দুলিয়া', 'স্বপ্নগন্ধার খোঁজে', 'সুখগাছের গল্প', হিমাশিস ভট্টাচার্যের গল্পগ্রন্থ 'জতুগৃহ', দীপেন্দু দাসের গল্পগ্রন্থ 'বৃত্তের বাইরে', সুব্রতকুমার রায়ের গল্পগ্রন্থ 'আরশি নগরের রূপকথা', ফরিদা পারভিন রুনির গল্পগ্রন্থ 'সংযোগ' ও 'জীবন যে রকম'।

কথা সাহিত্যের কনিষ্ঠ শিল্পরূপ ছোটগল্প আমাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক

রয়েছে। তাই ছোটগল্প হয়ে উঠেছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের নান্দনিক দিনপঞ্জি। বাংলা ছোটগল্প এক সৃষ্টিশীল পরিবর্তন হল আঞ্চলিকতা। এই আঞ্চলিকতার পরিবর্তন সূচনা হয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের হাতে। কিন্তু আঞ্চলিকতার সার্থক বিকাশ লাভ করে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু আঞ্চলিকতা বলতে আমরা যা বুঝি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্প ছিল তা থেকে বহু দূরবর্তী। আঞ্চলিকতা বিচারে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এক মহাশিল্পী রূপে পরিচিত। তাঁর গল্পে রাঢ়ভূমির চিত্র ফুটে উঠেছে। তিনি রাঢ় বাংলার লাল কাঁকর বিছানো রুক্ষভূমির জনজীবনকে সাহিত্যে তুলে ধরেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন— ''রাঢ়ে কঙ্করাকীর্ণ জলহীন প্রান্তরে মধ্যাহ্ন সূর্যের যে অসহ্য দাহ— যে বুক ফাটা পিপাসা, তাঁর গল্পের মধ্যে তারই জ্বালাভরা এক শুষ্ক লেলিহ রসনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে। লোভ, লালসা, কামনা ও স্নেহ সব কিছুই যেন এই খর রৌদ্রের রৌদ্ররসে অভিষিক্ত।"[১১] রণবীর পুরকায়স্থের ছোটগল্পেও ফুটে উঠেছে বরাক উপত্যকার চিত্র। তিনি বরাক উপত্যকার মাটি, নদী, পাহাড়, নদী ও মানুষের সঙ্গে যে আন্তরিকতা আছে তাই ধরা পড়েছে তাঁর বাংলা ছোটগল্পে।

তথ্যসূত্র :

১. ‘বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস’, ড০ সুকুমার সেন, পৃঃ ২০৭

২. অন্য ভুবনের গল্পবিশেষ, ছোটগল্পের অর্ন্তভুবন, পৃঃ ২০৫

৩. বরাক উপত্যকার নির্বাচিত গল্প, পৃঃ ৭৭

৪. কোষাগার, গল্প সংকলন,

৫. অন্যভুবনের গল্পবিশ্ব, ছোটগল্পের অন্তর্ভুবন, পৃঃ ২১৫

৬. তবে, পৃঃ ২১৬-২১৭

৭. তদেব, পৃঃ ২১৭-২১৮

৮. তদেব, পৃঃ ২১৯

৯. বরাক উপত্যকায় বাংলা কথাসাহিত্য, বিশ্বতোষ চৌধুরী, নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, দ্বিষষ্টিতম অধিবেশন, ১৩৯৬ শিলচর, পৃঃ ৩১

১০. ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, সুমিতা চক্রবর্তী, পৃঃ ১৩

১১. প্রসঙ্গ : ছোটোগল্প, সম্পাদনা- মানবেন্দ্রনাথ দত্ত ও শুভেন্দু মিত্র, পৃঃ ২২৭